দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 JUL 2005

ফাজিল কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর মান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি

বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত রিপোর্ট দিতে বলেছে মন্ত্রী-সভা কমিটি

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ একটি প্রজ্ঞাপন দিয়ে ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমতুল্য মান প্রদান করা যাবে না। এ জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যথোপযুক্ত কারিকুলামও প্রণয়ন করতে হবে। যে সব মাদ্রাসায় শিক্ষকশূন্যতা রয়েছে তা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। গতকাল (বুধবার) এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমতুল্য মানদানের বিষয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির পঞ্চম সভায় এ কথা বলা হয়েছে। সভায় ইতোমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও মানসম্মত করার লক্ষ্যে যে সব সুপারিশ পাওয়া গেছে তা বিষয়ভিত্তিক ৩/৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ওই কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা করার জন্য ২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ফাজিল ও কামিল স্নাতক ও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমতুল্য মান দানের ব্যাপারে বাস্তবসম্মত রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে বলে বৈঠকে উপস্থিত সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রমতে, এ সক্রোন্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভার শুরুতেই কমিটি সদস্য শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আর বিলম্ব না করে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত মাদ্রাসাগুলোকে পর্যায়ক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনে ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমতুল্য মান দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তার মতে, একসাথে সকল মাদ্রাসাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা যাবে না। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসাগুলো পৃথক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই মান চাইলেও তারা সরকারের কারিকুলাম মানতে চায় না। মান চাইবে অথচ কারিকুলাম মানবে না তাতো হতে পারে না। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানদানের দাবীর বিরোধিতা করে আপাতত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মান দেয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন বলেও বৈঠক সূত্র থেকে জানা গেছে। অবশ্য, বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ৫ সবগুলো মাদ্রাসাকে একসাথে এ সুবিধার আওতায় আনা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন। জানা যায়, এ বৈঠকের অপর দুই সদস্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও পানিসম্পদ মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদ তড়িঘড়ি না করে বাস্তবতার ভিত্তিতে মান দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। তারা যে সব মাদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকশূন্যতা রয়েছে, অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে তা বিবেচনায় এনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব পেশ করতে বলেছেন।

বৈঠকের সভাপতি আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেছেন যে, ফাজিল ও কামিলকে এখনই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমমান প্রদান করার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ বিষয়ে আরো আলোচনা-পর্যালোচনা প্রয়োজন রয়েছে। এ কমিটির আরও বৈঠক হবে। আর এ জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিবছরের কর্মপরিকল্পনাসহ ৭ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা ও কারিকুলাম প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

বৈঠকে শিক্ষা সচিব ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সচিব এ এম এস নাসির উদ্দিন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবদুস সালাম খান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।